আমেরিকান বেসরকারি অনুদান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তাকে ছাড়িয়ে গেছে

ওয়াশিংটন, ১২ই এপ্রিল –– আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উন্নয়ন সহায়তায় মোট ব্যয়ের প্রায় চার গুন অর্থ দেশটির বেসরকারি খাত প্রদান করে থাকে। হাডসন ইন্সটিটিউটের সেন্টার ফর গ্লোবাল প্রোসপ্যারিটি কর্তৃক প্রকাশিতব্য এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জনসেবা সুচক (ইনডেক্স অন গ্লোবাল ফিল্যানথ্রোপি) নামে পরিচিত ঐ প্রতিবেদনে গত ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি দাতব্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন, ফাউন্ডেশন, এবং অভিবাসীদের নিজ দেশে প্রেরিত ৭১০০ কোটি ডলারের আন্তর্জাতিক অনুদানের হিসাব দেয়া হয়েছে।

একই বছরে ২০০০ কোটি সরকারি বৈদেশিক সহায়তার সাথে এই অর্থের তুলনা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন অব ইকোনোমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) সরকারি বৈদেশিক অনুদানে সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে গণ্য করে। তবে অপর এক হিসেবে, ওইসিডি প্রতিটি দেশের সহায়তাকে ঐ দেশের মোট জাতীয় আযের শতকরা হিসাব করে যাতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় । যুক্তরাষ্ট্র তার মোট জাতীয় আয়ের ০.১৭ শতাংশ বৈদেশিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

হাডসন ইন্সটিটিউটের মতে, বেসরকারি অনুদানের এই ধারা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ইউরোপে কম বলে গণ্য করা হয়। থিঙ্ক ট্যাঙ্কের যুক্তি হচ্ছে, আমেরিকান জনগণ বেসরকারিভাবে দেশের মত বিদেশেও অনুদান দেয় এবং ওইসিডি ঐ সহায়তার ফলাফলকে ছোট করে দেখে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের একটি ফোরাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেক্টরের মতে, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রায় অর্ধেক আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবামুলক কাজ করে থাকে। ঐ সুচকে দেখা যায়, প্রতি বছর আন্তর্জাতিক প্রকল্পসমুহে স্বেচ্ছাসেবামুলক মোট কাজ এক লাখ ৩৫ হাজার পূর্ণ ঘন্টা। ডলারে এই কাজের মুল্য ৪০০ কোটি বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। স্বেচ্ছাসেবামুলক কাজের এই প্রবণতাকে ীীী.ড়ষঁহঃববৎধনৎড়ধফ.পড়স ওয়েবসাইটে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সুচকে দেখানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্টের বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো গত ২০০৪ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ৯৭০ কোটি ডলার প্রদান করেছে যা জাপান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার চেয়েও বেশী।

হাডসন ইন্সটিটিউটের সেন্টার ফর গ্লোবাল প্রোসপ্যারিটির পরিচালক ক্যারোল সি. অ্যাডেলম্যান বলেন, “উন্নয়নশীল দেশের জনগণ আমেরিকান রেড ক্রস, কেয়ার, ক্যাথোলিক রিলিফ, রোটারী ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, ওয়াইএমসিএ এবং বিদেশে এদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত আছে।”

ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা থেকে ৪৯০ কোটি ডলার প্রদান করা হয়েছে। অ্যাডেলম্যান “জনহিতৈষী সম্পদশালীদের” সম্পর্কে উল্লেখ করেন যারা প্রত্যন্ত গ্রামে প্রয়োজনীয় ‘ব্যবসা কৌশল, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও কাজের ফলাফল নিয়ে আসে’।

প্রতিবেদনে বলা হয়, একই বছর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড-এদের প্রতিটি দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি উন্নয়ন সহায়তার চেয়ে বেশী অর্থ প্রদান করেছে যার পরিমান ১৭০ কোটি ডলার।

সুচকে দেখানো হয় যে, ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডেশনগুলো ৩৪০ কোটি ডলার প্রদান করেছে। জনহিতৈষী গবেষণা সংস্থা দি ফাউন্ডেশন সেন্টার চলতি দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ফাউন্ডেশনের পরিমাণ ৭৭ শতাংশ এবং গত ১৯৯৮ থেকে ২০০২ পর্যন্ত বিভিন্ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অনুদান ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে বলে খবর দিয়েছে।

সূচকে গত বছরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ৪৫০ কোটি ডলার এবং প্রত্যেক অভিবাসী কর্তৃক গ্রামের বাড়িতে প্রেরিত ৪৭০০ কোটি ডলারসহ বেসরকারি সেক্টর প্রদত্ত অনুদানের সারণিকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিবেদনের লেখক বলেছেন, বার্ষিক জরিপ কি হবে এটি তার প্রথম অংশ যাতে ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি অনুদানের উপর তথ্য সংযোজিত থাকবে।

এ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য হাডসন ইন্সটিটিউটের সেন্টার ফর গ্লোবাল প্রোসপ্যারিটির ওয়েবসাইট ীী.মষড়নধষ-ঢ়ৎড়ংঢ়বৎরঃু.ড়ৎম এ পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক সহায়তা কিভাবে জীবনযাপনে প্রভাব ফেলছে সেসম্পর্কে তথ্য উন্নত জীবনের জন্য অংশীদারিত্ব বিষয়ক ওয়েবসাইট – usinfo.state.gov /partnerships/index.html এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক সহায়তা বিষয়ক ওয়েবসাইট - usinfo.state.gov/ei/economic_issues/global_development.html এ পাওয়া যাবে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*